নারীপক্ষ'র কৌশলপত্র

পৌষ ১৪২৯ - অগ্রহায়ণ ১৪৩৪
জানুয়ারী ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৮

র‍্যাংগস নীলু স্কয়ার (৪র্থ তলা) সড়ক- ৫/এ, বাড়ী- ৭৫ সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৪৮১১১১৭৩, ২২২২৪২৭৬০, ৫৮১৫৩৯৬৭
ওয়েবসাইট-www.naripokkho.org.bd

Jesmin Ajmi
21. 1. 23

সূচিপত্র

১. ভুমিকা, কৌশলপত্র তৈরীর প্রক্রিয়া, মূল্যবোধ ও মুলনীতি পৃষ্ঠা: ৩-৪

২. নারীপক্ষ'র বিশেষত্ব, কৌশলপত্রের পরিকল্পনা, পরিকল্পিত বিষয়সমূহ পৃষ্ঠা: ৪

৩. সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন-ভূমিকা, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল ও কৌশল পৃষ্ঠা: ৪-৫

৪. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ঐ পৃষ্ঠা: ৫-৭

৫. নারীর স্বাস্থ্য ঐ পৃষ্ঠা: ৭-৮

৬. উদ্ভূত (ইমার্জিং) চলমান প্রাসঙ্গিক বিষয়, নারীপক্ষ'র কর্মসূচী পৃষ্ঠা: ৮

৭. ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-ভূমিকা,
উদ্দেশ্য, প্রত্যাশিত ফলাফল ও কৌশল পৃষ্ঠা: ৮-৯

৮. '৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি ঐ পৃষ্ঠা: ১০-১১

৯. যুদ্ধসন্তান '৭১ ঐ পৃষ্ঠা: ১১

১০. সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি পৃষ্ঠা: ১১-১২

১১. কৌশলপত্র বাস্তবায়নে নারীপক্ষ'র ঝুঁকি পৃষ্ঠা: ১২

Jasmin Ajim
21.1.23

নারীপক্ষ'র কৌশলপত্র

(২০২৩ - ২০২৮)

ভূমিকা: নারীপক্ষ একটি সদস্যভিত্তিক নারী সংগঠন। নারীর প্রতি সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে চলেছে সংগঠনটি। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সদস্যগণ প্রতি মঙ্গলবারে আলোচনায় বসেন । এখানে নারীর জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং কৌশল তৈরি করা হয়। এই আলোচনা নারীপক্ষ'র কর্মসূচি এবং কার্যক্রমের ভিত্তি তৈরি করে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রতিবাদ, প্রচারণা, বিষয়ভিত্তিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, দেন-দরবার এবং নিয়মিত অংশগ্রহণমুলক আলোচনা। নারীপক্ষ'র বেশীরভাগ কর্মসূচি ও কার্যক্রম সদস্যদের স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তবে কিছু প্রকল্প দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত হয়। নতুন নেতৃত্ব গড়ার লক্ষ্যে গত ৩৯ বছরে ২০ জন সদস্য সভানেত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি দুই বছর পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে সভানেত্রী নির্বাচিত হন। একজন সদস্য জীবনে একবারই ২বছরের জন্য সভানেত্রীর দায়িত্ব নেন। এই কৌশলপত্রটিতে সংগঠনের আগামী ৫ বৎসরের কর্মপরিকল্পনা বিবৃত হয়েছে।

কৌশলপত্র তৈরির প্রক্রিয়া:

অক্টোবর ২০২১ সালে সাধারণ সভায় ২০২৩ - ২০২৮ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসরের পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নারীপক্ষ'র সদস্য রীনা রায়, গীতা দাস, মাহীন সুলতান, রওশন আরা, কে. এ জাহান রুমী, ফজিলা বানু লিলি, তামান্না খান পপি, কামরুন নাহার এবং ফেরদৌসী আখতারকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২/২৩ মাঘ, ১৪২৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পনাটি নিয়ে কাজ করা হয়। ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে জানুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিয়ে মোট ৩০টি সভা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেন সদস্য রীনা রায়।

১. স্বপ্ন:

বাংলাদেশের নারী পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে অধিকার সম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গণ্য হবে।

২. আকাঙ্ক্ষা:

নারীপক্ষ বাংলাদেশে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।

৩. সংগঠনের মূল্যবোধ ও মূলনীতি-

৩.১ ইহজাগতিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা:

নারীপক্ষ একটি ইহজাগতিক সংগঠন। নারীপক্ষ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে, যা ধর্মীয় বা পরজাগতিক চিন্তা-চেতনা নির্ভর নয়; বরং গণতান্ত্রিক ও সমতাভিত্তিক। নারীপক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চায় বিশ্বাসী অর্থাৎ সকল ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সংগঠনের কর্মী ও সদস্যগণ তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনায় অসাম্প্রদায়িক।

৩.২ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল:

নারীপক্ষ সকলকে সম-মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে মনে করে। ব্যক্তির জন্ম, শারীরিক, মানসিক, যৌন, জাতিগত, পারিবারিক, ভাষাগত, আর্থ-সামাজিক ইত্যাদি পরিচয়ের ভিত্তিতে বিবেচনা করে না।

৩.৩ বৈষম্যহীনতা :

নারীপক্ষ বৈষম্যহীনতায় বিশ্বাস করে এবং এর নিয়ম-নীতি, চর্চা পক্ষপাতহীন।

৩.৪ গণতন্ত্রের চর্চা :

সংগঠনে প্রত্যেকের সহজে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের চিন্তা-ভাবনা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ আছে।

Jasmin Ajim
21.1.23

৩.৫ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা:
সংগঠনের সকল কর্মকান্ড, আয়-ব্যয়, নিয়ম-নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের অভিগম্যতা রয়েছে এবং সকল প্রশ্নের জবাব প্রদানে সংশ্লিষ্টরা দায়বদ্ধ।

৩.৬ মুক্ত চিন্তা-চেতনা:
নারীপক্ষ গণতান্ত্রিক ও মানবিক পৃথিবী গড়ার চিন্তা-চেতনা ধারণ করে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্দশিক নারীবাদী চিন্তা-চেতনা এবং ধ্যান-ধারণার ধারক।

৪. নারীপক্ষ'র বিশেষত্ব-

-জীবন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণভিত্তিক কর্মসূচি
- নেতৃত্ব বিকাশ ও বিস্তৃতি
- সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- প্রত্যেকের মত প্রকাশের পরিবেশ
-মানবাধিকার, নারীবাদী চেতনা ও বিশ্লেষণভিত্তিক কর্মসূচি ও আন্দোলন
- চিন্তা-চেতনা প্রচার ও প্রসার

৫. কৌশলপত্রের পরিকল্পনা- (জানুয়ারী ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৮)
৫.১ পরিকল্পনার লক্ষ্য: নারীর সম-অধিকার, সম-মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় চলমান উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়া।

৫.২ পরিকল্পিত বিষয়সমূহ:
৫.২.১ সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন
৫.২.২ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার
৫.২.৩ নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার

৫.২.১ সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন-

ভূমিকা: নারীর প্রতি বৈষম্যের ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে নারী নিজ ঘরে, বাইরে বা কর্মক্ষেত্রসহ সর্বত্র অনিরাপদ। নারী জীবনব্যাপী শারীরিক, মানসিক, যৌন, ইত্যাদি বহুমাত্রিক সহিংসতার শিকার হয়। যুদ্ধ এবং সংঘাতকালে নারীর উপর অধিকতর সহিংসতা হয়। ফলশ্রুতিতে নারীর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয় এবং সে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫ সালের জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিবাহিত নারীদের ৬৪% শারীরিক, ৩৬% যৌন, ৮১% মানসিক এবং ৫৩% অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। দৈনিক প্রথম আলোর (২০২২) সুত্রমতে পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছরই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা বেড়েছে। এর মধ্যে করোনা সংক্রমণের দুই বছরে ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি ৩৯ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৩৬ শতাংশ বেশি মামলা হয়।

পুলিশ সদর দপ্তর সুত্রমতে জানুয়ারি - অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত নারী ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগে ৯,৭৬৪টি মামলা হয়েছে। এরমধ্যে ধর্ষণের মামলা প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ৪,৩৬০টি। সাইবারক্রাইম এওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের জরিপমতে ১৮ থেকে ৪০ বছরের ৫০% নারী সাইবার হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়।
নারীপক্ষ জন্মলগ্ন থেকেই এ বিষয়ে প্রতিবাদ, গবেষণা, বিষয়ভিত্তিক প্রচারপত্র, পোষ্টার ও বিভিন্ন কর্মসুচি গ্রহণ করেছে এবং যুক্ত হয়েছে দেশ-বিদেশের বৃহত্তর আন্দোলনে। নারীপক্ষ ১৯৮৫ সালে জনসম্মুখে অবস্থান তুলে ধরে যে, পারিবারিক সহিংসতা নারীর ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং এটি নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়।
১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে ৩০০ নারী সংগঠনের সাথে ধারাবাহিক কর্মশালায় নারীর উপর সহিংসতা ও নারীর মানবাধিকার ছিল উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়। এর প্রেক্ষিতেই নারী সংগঠনদের নিয়ে গড়ে উঠে 'দুর্বার' নামে একটি নেটওয়ার্ক।

'দুর্বার' দেশব্যাপী সহিংসতা মোকাবেলা এবং প্রতিরোধে সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা, ভুক্তভোগী নারী ও তার পরিবারকে সহায়তা করাসহ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত আন্দোলন গড়ে তোলে। এছাড়াও নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ(সিডও) এর ছায়া ও বিকল্প প্রতিবেদন তৈরিতে নারীপক্ষ মুখ্য ভুমিকা রেখেছে। সহিংসতা প্রতিরোধে নানা কর্মসূচির মধ্যে নারীর মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে কাউন্সেলিং সেবা শুরু করেছিল।

নারীর উপর সহিংসতা সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা- যেমন নারী উন্নয়ন নীতিমালা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩), এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ ও এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ ইত্যাদি প্রণয়নে নারীপক্ষ সক্রিয় ভুমিকা রাখে।
যেহেতু নারীর উপর সহিংসতা নারীর জীবন-জীবিকা, নারীর বেঁচে থাকার উপর হুমকি এবং চরম মানবাধিকার লংঘন সেহেতু নারীপক্ষ আগামী পাঁচ (৫) বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উদ্দেশ্য:
নারীর উপর সহিংসতা মোকাবিলা ও প্রতিরোধে সহিংসতার শিকার নারী, তার পরিবার, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারণী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১. সহিংসতা মোকাবিলা এবং প্রতিরোধে ব্যক্তি নারী, পরিবার, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি
২. সহিংসতার শিকার নারীর সহায়তায় স্থানীয় সংগঠনের ভূমিকা জোরদার
৩. বৈষম্যমূলক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের প্রস্তাবনা তৈরি
৪. সহিংসতার শিকার নারীর জন্য সরকারি সেবা এবং বিচার ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।

কৌশল:

১. নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে কর্মরত সরকারি, বেসরকারি সংগঠনের সাথে সংযোগ নির্মাণ, শক্তিশালী করা ও একযোগে কাজ করা
২. সহিংসতা কমিয়ে আনার জন্য নারীপক্ষ ও অন্যান্য সংগঠনের পদক্ষেপ ও উদ্যোগসমূহের নিবিড় পর্যালোচনা ও যথোপযুক্ত কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ
৩. এ সংক্রান্ত দেশ-বিদেশের সমসাময়িক কার্যক্রম পর্যালোচনা, গবেষণা এবং অন্যান্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
৪. সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ
৫. বিচার ব্যবস্থায় নারীর অভিগম্যতা সহজীকরণ, বিচারব্যবস্থার দায়বদ্ধকরণ এবং দুর্নীতি হ্রাসকরণ
৬. সহিংসতা দমন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের লক্ষ্যে দেনদরবার
৭. আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা শক্তিশালীকরণ
৮. যুদ্ধ ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার নিশ্চিতকরণ
৯. সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে যুক্ত করণ
১০. নারী-পুরুষের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ আচরণের চর্চা

৫.২.২ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার-

ভূমিকা: অর্থনীতিতে নারীর অবদান এবং এর মাত্রা ও ধরন সাধারণত স্বীকৃত বা মূল্যায়িত নয়। নারীরা ঘরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনমূলক ও উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকেন, তবে সবেতনে/সম-মজুরিতে কাজের সুযোগ পুরুষের তুলনায় নারীর কম। আনুষ্ঠানিকক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, কাজের পরিবেশ, মজুরি, পদোন্নতি ও পেনশনসুবিধা, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বৈষম্য রয়েছে। খুব কমসংখ্যক নারী, পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধাসহ

Jasmin 21.1.23

কর্মসংস্থানের সুযোগ পান এবং একটি বড় সংখ্যক নারী অনানুষ্ঠানিক খাতে অথবা গৃহ শ্রমিক হিসেবে যুক্ত থাকেন। তাদের মজুরি কম, কর্মপরিবেশ নিম্নমানের, অনিরাপদ এবং অনিশ্চিত। উত্তরাধিকারের প্রশ্নেও নারীর সম-অধিকার স্বীকৃত নয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নারীর উপর সহিংসতা তার সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থানকে প্রভাবিত করে। তার স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাহত হয়। নারীর অর্থনৈতিক অবদানের স্বীকৃতি ছাড়া তার পূর্ণমর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে না। সম্পদ, মজুরি ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না হলে নারী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। বর্তমান যুগে বিশ্ব-অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি।

নারীপক্ষ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন: ১৯৯০ সালে কান্দুপট্টি যৌনপল্লীতে একটি গবেষণার সূত্রে যৌনকর্মীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৯১ সালে যৌনপল্লী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে এবং প্রথমবারের মতো যৌনকর্মীরা নারীআন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তাদের পরিচয় 'পতিতা' এর পরিবর্তে 'যৌনকর্মী' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী তোলে। যৌন কর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীপক্ষ তাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয় এবং সংহতি নামক জোট তৈরি করে। ১৯৯২ সালে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত নারীকে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানায়। ১৯৯৬ সালে অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার ও সুরক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়। ২০০৫ সালে পোশাক কারখানা স্পেকট্রাম ভবন ধস, ২০১২ সালের তাজরীন ফ্যাশন অগ্নিকান্ড পরবর্তী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধস পরবর্তী উদ্ধারকর্মীদের মানসিক সহায়তা, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘমেয়াদী কাজ শুরু করে। তাছাড়া শ্রমিক-আন্দোলনে নারী-অধিকার যুক্ত করার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের নারীদের সাথে কাজ করে।

উদ্দেশ্য: জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, অবদান, মাত্রা ও ধরনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং মূল্যায়ন।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সনদ- ১৯০ অর্থাৎ 'কর্মস্থলে সহিংসতা ও যৌনহয়রানি রোধে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত সনদ' অনুস্বাক্ষরের জন্য জনমত সৃষ্টি
২. কর্মক্ষেত্রে যৌনহয়রানি ও সহিংসতা নিরসনে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা ও উদ্যোগ গ্রহণ
৩. অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্তি সরকার কর্তৃক আমলে নিয়ে শ্রম আইন সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ
৪. সমকাজে সমমজুরি দেয়ার প্রক্রিয়া/চর্চা চলমান
৫. শ্রমিক সংগঠনের কর্মসূচিতে নারী-অধিকারের বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্তি
৬. শ্রমিক সংগঠনে নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব এবং দক্ষতা বৃদ্ধি
৭. তৈরিপোশাক কারখানায় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী শ্রমিকের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তারা অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার
৮. যৌনকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টি বৃহত্তর নারী আন্দোলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত এবং জনমত তৈরি
৯. যৌনকর্মীদের নিজেদের সংগঠন এবং নেটওয়ার্ক শক্তিশালী
১০. উত্তরাধিকারে নারীর সমান হিস্যার পক্ষে জনমত তৈরি।

কৌশল:

১. শ্রম আইনের আওতায় সকল ধরনের অনানুষ্ঠানিক কাজের অন্তর্ভুক্তি এবং স্বীকৃতির জন্য অন্যান্য শ্রমিক অধিকার, মানবাধিকার সংগঠন, সরকার ও নীতিনির্ধারকদের সাথে দেন-দরবার
২. তৈরি পোশাকশিল্প শ্রমিক ও যৌনকর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীপক্ষ নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত
৩. যৌনকর্মীদের শ্রমিক-অধিকার ও নাগরিক-অধিকার যেমন: সামাজিক নিরাপত্তা, নিরাপদ বাসস্থান, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, সন্তানের শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি আদায় নিশ্চিত করণ

Jasmine Ogun 21.1.23

৪. তৈরি পোশাকশিল্প শ্রমিক এবং যৌনকর্মীদের বৃহত্তর নারী-আন্দোলনের সাথে সংযুক্তি
৫. তৈরিপোশাক কারখানার মধ্যসারির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ,আইএলও কনভেনশন ১৯০, ব্যবসায়ক্ষেত্রে মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের নীতি, নারীর উপর সহিংসতা রোধ, লিঙ্গীয় ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতন করা এবং সে অনুযায়ী কারখানা ব্যবস্থাপনা নীতিতে তা অন্তর্ভূক্তি
৬. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের সাথে নারী আন্দোলনের সংযুক্তি
৭. নারীকে অপ্রথাগত, যুগোপযোগী, উৎপাদনমুখী এবং বিভিন্ন পেশায় অগ্রগতির জন্য উৎসাহ দান
৮. নারীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য নারী নেতৃত্ব তৈরি এবং সংগঠিত করা
৯. নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, জীবনদক্ষতা ও কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন
১০. উত্তরাধিকার আইনে সমান অধিকার, কৃষিখাতে নারীর শ্রম ও অবদানের স্বীকৃতি, চা-শিল্প ও অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার এবং সুরক্ষা কার্যক্রমে নারীপক্ষ নিজে বা অন্যদের সাথে যুক্ত করা।

৫.২.৩ নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকারঃ

ভূমিকা: নারী স্বাস্থ্য নিয়ে সামগ্রিকভাবে সচেতনতার ঘাটতি এবং শোষণ ও বৈষম্যের ইতিহাস আছে। স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার তালিকার একদম শেষে গণ্য করা হয় এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী প্রাধান্য পায় না। নারীরা ঘরে এবং ঘরের বাইরে যেসকল কাজ করে থাকে সেসকল কাজের যে নেতিবাচক প্রভাব নারীর শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর পড়ে তা নারী নিজে, পরিবার এবং সমাজ ধর্তব্যের মধ্যে আনে না, স্বীকারও করে না। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্বার্থে নারী ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, কয়েকটি জটিল ও কঠিন রোগে নারীরা বেশী ভুগছে, যেমন: গত ২০ বছরে হৃদরোগে মৃত্যুর হার বাংলাদেশী পুরুষের ক্ষেত্রে ৩২ গুণ এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৪৭ গুণ বেড়েছে। কিডনি রোগে আক্রান্তের হার নারীর ক্ষেত্রে ১৪% এবং পুরুষের আক্রান্তের হার ১২%। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে, যেমন: লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় দেশের উপকূলীয় এলাকায় নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে (জরায়ুর ক্যন্সার, বন্ধ্যাত্ব, ইত্যাদি)।

দেশের স্বাস্থ্যনীতি মালায় কেবলমাত্র প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়। জন্মনিরোধ এবং প্রজন্ম রক্ষার কাজে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথচ নারীর সার্বিক স্বাস্থ্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে গুরুত্ব পায় না। এছাড়া পরিবার ও সমাজে প্রচলিত ধারণা, সংস্কৃতি এবং চর্চার কারণে নারী নিজেও তার স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেয় না।

১৯৮৫ এর পর থেকে নারীপক্ষ যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার নিয়ে ব্যাপক পরিসরে কাজ করে আসছে। সেই থেকে এই পর্যন্ত নারীপক্ষ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (যৌন হয়রানি এবং সহিংসতাসহ) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণদের কাছে এই বিষয়ক তথ্য প্রচার, পরিসেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, গুণগত মান মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, নীতিনির্ধারকদের সাথে দেনদরবার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিষেবাগুলোকে আরও বেশি নারীবান্ধব করে তোলার ক্ষেত্রে সচেষ্ট রয়েছে। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন এবং চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রাপ্তির দাবিতে সম্মিলিত আওয়াজ তুলতে নারীদের সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে নারীপক্ষ কাজ করে আসছে।

নারীপক্ষ স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজের পরিধি আরো বিস্তৃত করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে চলমান লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে কাজ করবে। লিঙ্গ বৈষম্য সামগ্রিকভাবে পরিবার, সমাজ এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে (স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, ক্লিনিক এবং হাসপাতাল) ও নীতিমালায় ব্যাপকভাবে বিদ্যমান রয়েছে। জেন্ডারের এই পথপরিক্রমায় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, আচরণ, বহিঃপ্রকাশ, স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং জেন্ডার ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি নিহিত রয়েছে। জেন্ডার এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার পারস্পরিক এই জটিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নারীপক্ষ নারীদের সাধারণ স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) সম্পর্কিত বিষয়সমূহ- যেমন: পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, সাধারণস্বাস্থ্য এবং সার্বিক কল্যাণ, করোনা ভাইরাস এর মতো অতিমারীর প্রাদুর্ভাবের প্রভাবসমূহ, ইত্যাদি বিষয়ে নিজেদের কাজকে প্রসারিত করবে। একই সাথে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার বিষয়ে নারীপক্ষ'র চলমান কাজ প্রসারিত করবে।

Jasmeen Ayun 21.1.23

উদ্দেশ্য: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১. স্বাস্থ্যপরিসেবা প্রতিষ্ঠান নারীর অধিকার রক্ষায় অধিক সংবেদনশীল এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা বৃদ্ধি
২. বয়স, লিঙ্গ নির্বিশেষে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে একতাবদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে নারীর স্বাস্থ্য অধিকার দাবি
৩. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা তৈরি, সংশোধনী এবং বাস্তবায়নে নারীপক্ষ'র সুপারিশ গৃহীত
৪. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য-আন্দোলনে নারীপক্ষ'র সংযুক্তি।

কৌশল:

১. স্বাস্থ্য-অধিকার বিষয়ে (শারীরিক, মানসিক, যৌন ও প্রজনন) সচেতনতা বৃদ্ধি
২. বিভিন্ন নারীসংগঠন, মানবাধিকারসংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ এবং নারীপক্ষ'র দাবি অন্তর্ভুক্তকরণ
৩. নেতৃত্ব বিকাশ এবং বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন
৪. বিষয়ভিত্তিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেন-দরবার
৫. নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকারসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পর্যালোচনা, নীতিমালা ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ
৬. নীতিনির্ধারক ও সেবাদানকারীদের সংবেদনশীলতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিকরণ
৭. বৈচিত্র্যময় বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নীতিমালা ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি।

৬.উদ্ভূত (ইমার্জিং) চলমান প্রাসঙ্গিক বিষয়:

ক. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন: কৌশলপত্রে এই বিষয়টিকে উদ্ভূত প্রাসঙ্গিক হিসেবে রাখা হয়েছে। বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এবং আগামীতে আরো ঝুঁকির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। নারীপক্ষ এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াবে এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অন্যান্য সংগঠন বা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে।

**** ভবিষ্যতে আরো বিষয় যুক্ত হতে পারে।**

৭. নারীপক্ষ'র কর্মসূচি -

৭.১ ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৭.২ '৭১ যে নারীদের ভুলেছি
৭.৩ যুদ্ধসন্তান।

৭.১ ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি:

ভূমিকা: নারীপক্ষ ১৯৮৮ সালে সংবিধানে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংযোজনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে আন্দোলন করে আসছে। অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলাম কে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়ায় অন্যান্য ধর্মকে গৌণ করে। পরবর্তীতে সংবিধানে এই বিষয় অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় নারীপক্ষ'র **' ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'** বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করে, কারণ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের পরিণাম নারীর উপর অধিকতর সংঘঠিত হয়।

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করায় দিন দিন ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দৃশ্যমান সহিংসতা ছাড়াও রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং জনপরিসরে বৈষম্যমুলক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিরাজমান

21.1.23

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের প্রভাব বাংলাদেশও পড়েছে। উদাহরণ: - মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষের বাংলাদেশে প্রবেশ ও আশ্রয় গ্রহণ।

বিভিন্ন সূত্রমতে, .. (কোন মাস থেকে?) ২০১৩ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ৩,৬৭৯টি হামলা হয়েছে, যার বেশীরভাগই ঘটেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। এসব হামলায় অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাটসহ হত্যাকান্ড পর্যন্ত ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ফলাফল হিসেবে যে কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের হত্যা করা হয়েছে তা নয়, মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী মানুষদেরও হত্যা করা হয়েছে, যেমন: আহমেদ রাজিব হায়দার, অভিজিৎ রায় প্রমুখ।

এহেন কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্দেশ্যে নারীপক্ষ আগামী পাঁচ পরিকল্পনায় 'ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' বিষয়টিকে যুক্ত করছে।

ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে নারীপক্ষ'র বিভিন্ন কার্যক্রম:

- ১৯৮৮ সালে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের
- আহ্‌মদিয়া মুসলিম জামাত এর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং চর্চা নির্বিঘ্ন করার দাবিতে সমমনা সংগঠনের সাথে যৌথভাবে ২০০৪ সালে স্বরাষ্ট্র ও ধর্মমন্ত্রণালয় এবং পুলিশের মহা পরিদর্শককে উকিল নোটিশ পাঠানো
- বাংলাদেশে সকল ভাষাগত জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য জনমত গঠনে প্রচার-প্রচারণা
- জাতি ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থা ও অবস্থান জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময়
- ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ
- আক্রমণ ও সহিংসতার ঘটনায় প্রতিবাদসমাবেশ ও বিবৃতি প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম
- দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

উদ্দেশ্য:

পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংবেদনশীলতা ও মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি নির্মাণে নারীপক্ষ'র চিন্তা-চেতনার প্রসার।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১. সংগঠনে কর্মসংশ্লিষ্ট সকলের ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এবং অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বিষয়ক ধারণা বেড়েছে
২. কর্ম এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সহযোগী সংগঠন এবং নেটওয়ার্কসমুহ ধর্মনিরপেক্ষ আচার-আচরণ চর্চা বৃদ্ধি
৩. কর্ম এলাকায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি

কৌশল:

১. সংগঠনের কর্মসংশ্লিষ্ট সকল অংশীদার ও নেটওয়ার্কসমূহে ইহজাগতিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ
২. ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রম প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সাথে দেন-দরবার
৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রচারমাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি উপস্থাপন
৪. রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির জন্য আলোচনা
৫. কর্ম এলাকায় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ।

Jasmin Ara 21.1.23

৬.২. ‘৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি:

ভূমিকা: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক উপেক্ষিত অধ্যায় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারী, যাদের সম্মান ও স্বাধিকার সমুন্নত রাখতে উপাধি দেয়া হয়েছিলো “বীরাঙ্গনা”। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় পুরোটা সময় ধরে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে দেশের অসংখ্য নারী ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশে কেমন ছিলেন বা আছেন তাঁদের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। আবার তাঁদের সবার খোঁজও আমরা জানি না। যাঁদের সম্পর্কে জেনেছি তাঁদের জীবন নিষ্ঠুরতা, নিগ্রহ, নিপীড়ন, অসম্মান ও অপমানে গাঁথা।

স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর ২০১৫ সালে সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তালিকা তৈরি করা শুরু করেছে। তালিকাভুক্ত বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মতো নিয়মিত মাসিক ২০ হাজার টাকা ও বিশেষ উৎসবভাতা দেয়া হচ্ছে।

নারীপক্ষ বীরাঙ্গনাদের প্রতি অবহেলা, অপমান ও তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি অনুধাবন করে ২০১১ সাল থেকে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে ‘৭১ এর যে নারীদের ভুলেছি’ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এই কর্মসুচির আওতায় এ যাবত সরকারি তালিকাভুক্ত নন এমন প্রায় ৮৫ জন বীরাঙ্গনার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা গেছে এবং তাঁদের মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত অর্থ সাহায্য, গৃহায়ন ও চিকিৎসা সহযোগিতা করা হয়েছে। নারীপক্ষ’র বন্ধু স্বজনদের স্বেচ্ছাশ্রম ও স্বেচ্ছাদানে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:
রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে বীরাঙ্গনাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, চিকিৎসা সহায়তা ও বসবাসের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং রাষ্ট্রীয় দলিল-পত্রাদিতে বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে অসম্মানজনক ভাষা ও শব্দের ব্যবহার বন্ধ করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১. সকল বীরাঙ্গনা সরকারের তালিকাভুক্ত হয়েছেন
২. তাঁদের মাসিক ভাতা পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত হয়েছে, বসবাস উপযোগী বাসস্থান ও শৌচাগারের ব্যবস্থা হয়েছে
৩. বীরাঙ্গনারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরকারিভাবে সম্পূর্ণ বিনা খরচে পাচ্ছেন
৪. জাতীয় পাঠ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বীরাঙ্গনাদের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে
৫. রাষ্ট্রীয় দলিল-দস্তাবেজ থেকে বীরাঙ্গনাদের প্রতি অসম্মানজনক শব্দ-বাক্য, যেমন: “দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ...”- বাতিল এবং সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ের অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে বক্তৃতা বা ভাষণে এই ধরনের বাক্য বা ভাষা ও শব্দ ব্যবহার বন্ধ হয়েছে;
৬. স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মতো জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কর্মসূচিতে বীরাঙ্গনাদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদান প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে
৭. বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বীরাঙ্গনাদের জীবনের গল্প ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে
৮. দেশব্যাপী বীরাঙ্গনাদের নামে স্মৃতিসৌধ/সড়ক/পার্কের নামকরণ করা শুরু
৯. সরকার কর্তৃক বীরাঙ্গনাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও জীবিকা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার দায় স্বীকার এবং জনসমক্ষে দুঃখ প্রকাশ।

21.1.23

কৌশল:

১. নারীপক্ষ'র সদস্য ও সমমনা বন্ধুদের নিয়ে কর্মপরিষদ গঠন
২. সদস্য ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য উত্তোলন নেয়া
৩. আবেদনকৃত ও তালিকাভুক্ত বীরাঙ্গনাদের সরকারি ভাতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থ সহায়তা প্রদান
৪. জনগণকে বীরাঙ্গনাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল করা
৫. ডকুমেন্টশন, গবেষণা এবং জনমত তৈরিতে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করা
৬. সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে দেনদরবার করা।

৬.৩. যুদ্ধসন্তান '৭১:

ভূমিকা: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যাপক ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান 'যুদ্ধসন্তান'। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তারা অনুপস্থিত, কারণ তাদের জন্ম ও অস্তিত্ব প্রত্যাশিত ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের মা'দের পরিবার এবং সমাজ পরিত্যাগ, প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করে। কিছুসংখ্যক যুদ্ধসন্তান দত্তক হয়ে বিদেশে আছে এবং বেশীসংখ্যকই এই দেশে নিগৃহীত ও নিপীড়িত জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধসন্তানদের জীবনের কথা ও পরিবার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই, যা আছে তাও সংগ্রহ করা দুষ্কর। এ অবস্থায় নারীপক্ষ ২০২১ সালের মে মাসে যুদ্ধসন্তান '৭১ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ।

উদ্দেশ্য: রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে যুদ্ধসন্তানদের জন্ম অধিকার প্রতিষ্ঠা।

ফলাফল:

১. যুদ্ধসন্তানদের জন্ম ও জীবন ইতিহাস খোঁজার একটি নিরাপদ জায়গা তৈরি
২. যুদ্ধসন্তানদের প্রতি নিগ্রহ মোচনে বিভিন্ন সংশোধনী পদক্ষেপ
৩. যুদ্ধসন্তানদের সাথে সংহতি বিস্তারে দেশে ও বিদেশে প্রচার
৪. যুদ্ধসন্তান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ
৫. 'মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়' প্রতিষ্ঠায় জনমত তৈরি।

কৌশল:

১. সংহতির জন্য মোর্চা গঠন।
২. রাষ্ট্রের সাথে দেনদরবার
৩. প্রচারের জন্য লেখা প্রকাশসহ নানা আয়োজন
৪. সামাজিক সচেতনতায় আলোচনা বৃদ্ধি
৫. আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ

৭. সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি:

নারীপক্ষ ৪০ বছর যাবত বাংলাদেশে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনে ধারাবাহিকভাবে ভূমিকা রেখে আসছে। অধিকার আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:
বাংলাদেশে নারী-অধিকার আন্দোলনে নারীপক্ষ'র ভূমিকা অধিকতর শক্তিশালী, বেগবান ও জোরদার করা।

Jasmine ...
21.1.23

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

১. নারী-অধিকার সংক্রান্ত মীমাংসিত বিষয়সমূহ, যেমনঃ মৃত্যুদন্ড মানবাধিকার পরিপন্থী ও অপরাধ দমনে অকার্যকর- এর প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি এবং অমীমাংসিত বিষয়সমূহ মীমাংসা করে যথাযথভাবে যথাস্থানে উপস্থাপন
২. নারীপক্ষ'র সদস্য সংখ্যা এবং সদস্য ও কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
৩. নারীপক্ষ'র সকল কর্মপরিষদ ও কর্মদল তাদের দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ও নিয়মতান্ত্রিক
৪. দেশব্যাপী নারীপক্ষ'র আন্দোলনের বিস্তৃতি
৫. গঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি
৬. দেশের আইন, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনীতে নারীপক্ষ'র প্রস্তাবনা গৃহীত
৭. উদ্ভূত(ইমার্জিং) প্রাসঙ্গিক বিষয় আমলে নেয়া এবং বিশ্লেষণ ও করণীয় চিহ্নিতকরণ।

কৌশলঃ

১. গঠনতন্ত্র, নীতিমালা, বিধিমালা এবং নির্দেশিকাসমূহ পর্যালোচনা, সংশোধন এবং কার্যকর বাস্তবায়ন
২. কৌশলপত্র পরিকল্পনার মূলনীতি ও মূল্যবোধ অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা
৩. সদস্য ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, যেমনঃ জেন্ডার ও মানবাধিকারের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, ডকুমেন্টেশন, হিসাব, এডভোকেসি ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি
৪. হিসাব ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ
৫. সহযোগী সংগঠন ও নেটওয়ার্কসমূহের শক্তি বৃদ্ধি ও নারীপক্ষ'র চিন্তা-চেতনার প্রসার
৬. দেশের আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন,সংশোধন ও বাস্তবায়নে সক্রিয়
৭. সাংগঠনিক নীতি, মূল্যবোধ, আচরণবিধি অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনা
৮. সংগঠনের সকল কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও দলিলাদি সঠিকভাবে লিখিত এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা
৯. দিবস পালন, যেমনঃ আলোর স্মরণে কাটুক আঁধার, আন্তর্জাতিক নারী দিবস
১০. কর্মসূচি, প্রকল্প, বিষয় এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম যথাসময়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন
১১. উদ্ভূত(ইমার্জিং) প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সার্বক্ষণিক সজাগ থাকা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. কৌশলপত্র বাস্তবায়নে নারীপক্ষ'র জন্য সুযোগ ও ঝুঁকিঃ

সুযোগ-

স্থানীয় পর্যায় যথা- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জোট/মোর্চা, কর্মজাল এবং দেশের বাইরে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজ উদ্যোগ ও যৌথ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে।

ঝুঁকি-

- বাংলাদেশের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ নারীর স্বার্থবিরোধী
- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে নারী সংগঠনগুলো অর্থায়নে অতিরিক্ত ঝুঁকি
- দুর্যোগ, মহামারী, অতিমারী, ইত্যাদি।

ঝুঁকি মোকাবিলাঃ

১. প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা পরিবর্তনে বিকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও প্রচার করা
২. সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায়-যেমনঃ করোনা বা অন্যান্য রোগ/ভাইরাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানুবসৃষ্ট দুর্যোগ, ইত্যাদি বিষয়ে জরুরী সাড়া প্রদান, পুনর্বাসনে সহায়তা করা এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে সহায়তা কাজে যুক্ত হওয়া
৩. রাজনৈতিকসহ সকল অস্থিরতাপ্রসূত সহিংসতার আগাম বিশ্লেষণ ও যৌথ পরিকল্পনা করা

Jasmin 21.1.23

৪. সহিংসতার শিকার নারী এবং তাদের পরিবারের পাশে থাকা এবং সহায়তা করা
৫. অর্থ সংগ্রহ এবং মানবসম্পদ তৈরিতে কৌশলপত্র তৈরি করা
৬. সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া
৭. ক্ষেত্রমতে ব্যয় সংকোচন

****পরিকল্পনাটি প্রতি এক বছর পর পর পর্যালোচনা এবং পরিবর্তন করা হবে।****

Jasmin Ajmin
21.1.23